এপ্রিল ২০২০

কোভিড-১৯ এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়েঃ পরামর্শপত্র

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণ সংগ্রাম করছে। কন্যাশিশু ও কিশোরী, বিশেষ করে যারা এই সংকটকালে এবং সংকট পরবর্তী সময়ে বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ের ঝুঁকিতে আছে, তাদের সমস্যা মোকাবেলার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টি, সুপারিশ ও পরামর্শ প্রয়োজন তা এই পরামর্শপত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

বাল্য বিয়ের প্রতিবাদে ইয়ুথ ভয়েসেস এগেইনস্ট চাইল্ড ম্যারিজ-এ অংশগ্রহণকারীরা। জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া ছবিঃ গ্রাহাম ক্রাউচ/গার্লস নট ব্রাইডস

১১ মার্চ ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক কোভিড-১৯ কে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেন। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণ এই মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েক দশকে যে সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে, এই সংকটের কারণে তা পিছিয়ে যাওয়ার হুমকি তৈরি হয়েছে।

এই পরামর্শপত্রটি প্রণীত হয়েছে সরকার, নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের কথা চিন্তা করে। কোভিড-১৯ সংকটকালে এবং সংকট পরবর্তী সময়ে বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা কন্যাশিশু এবং কিশোরী, যাদের এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে বা যারা অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কে জড়িয়েছে, তাদেরসহ সকল কন্যাশিশু ও কিশোরীদের সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের সদস্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা এই পরামর্শপত্রটি প্রণয়নে অবদান রেখেছে। কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হলে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণের পর ভবিষ্যৎ সংস্করণেও তাদের মতামত সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রেক্ষাপট

কোভিড-১৯ মহামারী এরইমধ্যে পরিবার, জনগণ ও অর্থনীতির ওপর ভয়ানক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। দরিদ্রতম দেশসমূহে, যাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা, যোগাযোগ ও শাসন ব্যবস্থা নাজুক, তাদের ওপর এর প্রভাব কেমন হবে, আগামীতে আমাদের সেই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই ভাইরাস এবং এর বিস্তার রোধে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কর্মজীবীরা, বস্তিবাসীরা, এবং শরণার্থী শিবিরে ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের (আইডিপিএস) শিবিরে বসবাসকারীরা, যাদের নিজেদের আলাদা করে রাখার সুযোগ নেই।

কোভিড-১৯ বাল্যবিয়ের ওপর কী প্রভাব ফেলছে তা বলার সময় এখনও না হলেও ইবোলা সংকট ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায় যে, এই দুর্যোগে অন্যদের তুলনায় কন্যাশিশু ও নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বিশেষ করে সবচেয়ে দরিদ্র ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর কন্যাশিশু ও নারীরা[১]। অনেক কন্যাশিশু, নারী, ছেলে শিশু ও পুরুষ এই সংকটে আক্রান্ত হবেন। কিশোরীদের, বিশেষ করে যারা বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে আছে বা যাদের এরই মধ্যে বাল্যবিয়ে হয়ে গেছে তাদের ওপর এই সংকট স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কী প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

স্বাভাবিক সময়ে বাল্যবিয়ের পেছনে যেসব বিষয় ভূমিকা রাখে, জরুরি পরিস্থিতিতে সেগুলো আরও জোরালো হয়। মূলত সংকটকালে বা বাস্তুচ্যুত হওয়ার সময় পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো ভেঙে পড়ে বলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মহামারী নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, যেগুলো সংকটকালে ও সংকট কাটিয়ে ওঠার সময় বাল্যবিয়ের হার বাড়িয়ে দিতে পারে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে পরিবারের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া, বাড়িতে সহিংসতার উচ্চ ঝুঁকি এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো রয়েছে। প্যান ইন্টারন্যাশনালের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সংকটের সময় কন্যাশিশুরা নির্যাতিত হওয়ার আতংকে থাকে এবং তা শুধু সশস্ত্র ব্যক্তিদের সার্বক্ষণিক

[১] মেনেনদেজ, সি.ইটি এ১. '*ইবোলা ক্রাইসিস দি আনইকুয়াল ইমপ্যাক্ট অন উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন'স হেলথ*,' দ্য ল্যানসেট, ভলিউম ৩, পি. ১৩০

উপস্থিতির কারণে নয়, বরং পরিবারের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিয়েও উদ্বিগ্ন থাকে[২]।

এই সময়ে সামাজিক অবকাঠামোগুলোও ভেঙে পড়ায় পরিবার ও সমাজে কন্যাশিশুদের যৌন নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা ও পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের কারণে কন্যাশিশু ও তাদের পরিবার যে তথাকথিত সামাজিক অসম্মানের সম্মুখীন হয়, অনেক ক্ষেত্রে বাল্যবিয়েকেই তা থেকে রক্ষার উপায় মনে করা হয়[৩]। আশ্রয় শিবিরগুলোতে কন্যাশিশুরা তাদের পরিচিত জগত থেকে ভিন্ন এক পরিবেশে এসে পড়ায় এই ঝুঁকি বহু গুণে বেড়ে যায়। বিয়ের আগে গর্ভধারণ বা সম্পর্ককে পরিবারের জন্য অসম্মানের কারণ হিসেবে দেখা হয়, সেই ভয় থেকেও বাবা-মা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন[৪]।

তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হ্রাস

জরুরি মানবিক পরিস্থিতিতে বাল্যবিয়ে বিষয়ক "গার্লস নট ব্রাইডস"- এর বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনাপত্রে[৫] যে বিষয়টি বলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল, সংকটময় পরিস্থিতিতে বাল্যবিয়ে ও কিশোরীদের সমস্যার বিষয়গুলো প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়।

অন্যান্য জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই ধরনের সংকটে নারী ও কন্যাশিশুদের বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়েসহ যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সুপারিশ

- সংকটকালে মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে। মহামারী চলাকালে ও তা কাটিয়ে ওঠার সময়ে মানবিক সহায়তার কাজে সম্পৃক্ত সকলকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের কার্যক্রম বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়েসহ অন্যান্য বৈষম্য, নিপীড়ন, সহিংসতা ও বঞ্চনা বাড়িয়ে দেবে না, বা তারা নিজেরাও এ ধরণের কাজের সাথে জড়িত থাকবেন না।

- সরকার ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলকে অবশ্যই তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সময় কন্যাশিশু ও কিশোরীদের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যপক ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, জীবন রক্ষা ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা প্রদাণের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে সংকট মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরিতে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কন্যাশিশু, কিশোরী ও নারীদের সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে তা সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে। নেতিবাচক জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথার দ্বারা প্রভাবিত প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক চাহিদাসমূহকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রথম ধাপেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- কিশোরীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি ও নিরাপদ স্থান নিশ্চিতকরণ, গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে ১৮ বছরের নিচের সব মেয়ের শিক্ষা, মনোসামাজিক সহায়তা এবং তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এগুলোর মধ্যে গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা এবং জীবন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জেন্ডার বৈষম্যমূলক রীতিনীতি এবং নারী-পুরুষের ভূমিকা ও সম্পর্ক, তাদের মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি ও চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই কোভিড-১৯ মোকাবেলার পদক্ষেপসমূহ হতে হবে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য বিশ্লেষন করে এবং যতটা সম্ভব জেন্ডারভিত্তিক ও বয়সভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে।

- মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে চাহিদা বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকারিতা তদারকিসহ - প্রতিটি পর্যায়ে নারী ও কন্যাশিশুদের মতামত নিতে হবে। শারীরিক দূরত্ব নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলছে কি না তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য

উগান্ডায় এক কিশোরী মা।
ছবি: গার্লস নট ব্রাইডস

কোভিড-১৯ এ পুরুষের মৃত্যু হার বেশি হলেও, নারী ও কন্যাশিশুরা ভাইরাসের তাৎক্ষণিক প্রভাব ছাড়াও এই সংকটের ফলে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরবে। পরিবারের সেবা-যত্নের বেশীরভাগ দায়িত্ব অসমভাবে নারী ও কন্যাশিশুরা পালন করে, এ কারণে তারা ভাইরাস সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রয়োজন[৬]।

সংকটের চূড়ান্ত ধাপে যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণ (এসটিআই), এইচআইভি, গর্ভনিরোধ ও নিরাপদ গর্ভপাতের মতো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটলে তা নারী ও কিশোরীদের জন্য ভয়ানক পরিণতি নিয়ে আসবে।

চলাচলে বিধি-নিষেধের কারণে কন্যাশিশু ও কিশোরীদের স্বশরীরে সেবাদান কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে। এই অবস্থায় গর্ভনিরোধ ও নিরাপদ গর্ভপাত সেবাপ্রাপ্তির অভাবে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় ধরনের কিশোরীদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সংখ্যা বাড়তে পারে, যার ফলশ্রুতিতে কন্যাশিশুদের ওপর দ্রুত বিয়ে করার জন্য চাপ তৈরি হতে পারে।

অল্প বয়সে গর্ভধারণ গর্ভকালীন জটিলতা তৈরি করে, যা মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, এবং এটা ব্যাপকভাবে বাল্যবিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সময়ে কিশোরী মা ও তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এই মহামারী মাতৃস্বাস্থ্য সেবার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ব্যস্ত হয়ে পরবেন। অনেক নারীকে হয়তো গর্ভকালীন ও প্রসুতি সেবা নিতে যেতে বাধা দেওয়া হবে অথবা তারা নিজেরাই সেবা নিতে যেতে ভয় পেতে পারেন। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও চিকিৎসা সেবা বিঘ্নিত হতে পারে।

[২] প্লান ইন্টারন্যাশনাল, *এডোলেসেন্ট গার্লস ইন ক্রাইসিস: এক্সপেরিয়েন্সেস অব রিস্ক অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স অ্যাক্রস থ্রি হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস*, ২০২০।

[৩] সেভ দ্য চিলড্রেন, *টু ইয়ং টু ওয়েড: দি গ্রোয়িং প্রবলেম অব চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামং সিরিয়ান গার্লস ইন জর্ডান*, ২০২০।

[৪] উইমেনস রিফিউজি কমিশন, *আ গার্ল নো মোর: দ্য চেঞ্জিং নর্মস অব চাইল্ড ম্যারিজ ইন কনফ্লিক্ট*, ২০১৬।

[৫] গার্লস নট ব্রাইডস, *চাইল্ড ম্যারিজ ইন হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস*, ২০১৮।

[৬] কেয়ার, *কোভিড-১৯'এস জেন্ডার ইমপ্লিকেশনস এইগজ্যামিনড ইন পলিসি ব্রিফ ফ্রম কেয়ার*, ২০২০।

সেলফ আইসোলেশনের পরিস্থিতিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার স্বল্পতার কারনে মাসিক ব্যবস্থাপনা বিধি মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। যেসব নারী ও কন্যাশিশু, দরিদ্র ও প্রান্তিক এলাকায়, জরুরি পরিস্থিতিতে ও বন্দীঅবস্থায় বসবাস করেন এবং যারা প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, তাদের জন্য এটা স্বাভাবিক সময়েরই বাস্তবতা। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠলে যখন পানির মতো অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব দেখা দেয় তখন সংকট আরোও গভীর হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে চলাচলে বিধি-নিষেধ, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও পরিবারের অসুস্থ সদস্য ও শিশুদের পরিচর্যার দায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কন্যাশিশু ও বিবাহিত কিশোরীদের নাজুক মনোসামাজিক স্বাস্থ্য আরোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (নিচে উল্লেখিত)।

সুপারিশ

- সরকারের সংকটকালে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে জরুরি সেবা হিসেবে চিহ্নিত করে এসব সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা উচিৎ। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাত সেবা প্রদান এবং ফার্মেসিগুলোকে সেবা দেওয়ার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়।

- সরবরাহ ব্যবস্থায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার পণ্যগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব পণ্যের মধ্যে গর্ভনিরোধ, নিরাপদ গর্ভপাত ও মাসিক ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম আবশ্যক, এগুলো নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য জরুরি এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া, মাসিক ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেগুলোর মধ্য দিয়ে নভেল করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারী থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায়, কিশোরীদের কাছে সে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য যেন সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

- গর্ভবতী নারী ও কিশোরীদের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের চিকিৎসা করতে হবে যেহেতু তারা উচ্চ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন। কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্থান ও রোগীদের থেকে মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।

- বিদ্যালয় বন্ধ অবস্থায় দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচিতে সমন্বিত যৌন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা

ভারতের রাজস্থানে স্কুলে কিশোরীরা।
ছবি: অ্যালিসন জয়েস/গার্লস নট ব্রাইডস

ইউনেস্কোর তথ্য মতে, ২০২০ সালের মার্চের শেষ নাগাদ বিশ্বের ১৮০টি দেশ তাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীর ৮৭ শতাংশের ওপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব পড়েছে। জরুরি মানবিক পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তখন কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বাল্যবিয়ের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-২০১৬ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলা প্রাদুর্ভাবের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখা হয়েছিল, যার ফলে ঐসময় সেখানে শিশু শ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, যৌন নিপীড়ন ও কিশোরীদের গর্ভধারণ বেড়ে গিয়েছিল। সিয়েরা লিওনে ইবোলা প্রাদুর্ভাবের সময় কিশোরীদের গর্ভধারণের ঘটনা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ হাজারে পৌঁছেছিল। অন্যান্য উপদ্রুত এলাকায়ও কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যাওয়ার কারণে বাল্যবিয়ে ও অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী মায়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল[৭]। যদি আবার বিদ্যালয়ে ফিরে আসা সম্ভব না হয়, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে তা কন্যাশিশুদের, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কন্যাশিশুদের ভবিষ্যতের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশা, বিয়ে হয়ে যাওয়া বা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া এ রকম নানাবিধ কারণে দীর্ঘ বিরতির পরে তাদের পক্ষে আবার বিদ্যালয়ে ফিরে আসা অনেক সময় সম্ভব হয় না, যার প্রভাব তাদের সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হতে পারে।

অনেক দেশেই প্রতি ঘরে টেলিভিশন বা ইন্টারনেট সংযোগ নেই। দূর শিক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। কন্যাশিশুদের প্রায়শই ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয়, এটা তাদের অনলাইন স্কুলের মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

সুপারিশ

- লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সরকারের উচিৎ বেতার সম্প্রচারের মতো দূর শিক্ষণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা। এই শিক্ষা কার্যক্রম সবার জন্য উপযোগী এবং জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।

- অনলাইনে হয়রানি, উত্যক্ত করা এবং অন্যান্য ধরনের সাইবার অপরাধ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

- কন্যাশিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বাবা-মা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের মানুষদের বোঝাতে দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অবস্থায় দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমন্বিত যৌন শিক্ষা (সিএসই), যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য এবং কোথায় গেলে এসব সেবা পাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে কিশোর কিশোরীদের জানাতে হবে।

- শিক্ষা ও অন্যান্য সহায়তা কর্মীরা যেন কন্যাশিশুদের প্রতি নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত ও প্রতিরোধ এবং বাল্যবিয়ের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, সেজন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

- যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় চালু হবে তখন বিবাহিত ও গর্ভবতী কিশোরীরা এবং কিশোরী মায়েরা যেন লেখাপড়ায় ফিরতে পারে সেজন্য যথাযথ সহযোগিতা করতে হবে। এ সময় তাদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে শিথিলতা, কোন কোর্স সময়মত করতে না পারলে তা পরে করার সুযোগ রাখা এবং শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মতো পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি তালিকা দেখে যেসব কন্যাশিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে না তাদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ে ফিরতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

[৭] ফ্রেজার, ই., "*ইমপ্যাক্ট অব কোভিড-১৯ পেন্ডামিক অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস*," ২০২০, ডিএফআইডি।

- মহামারী মোকাবেলা কার্যক্রমের পুরোটা সময়ে যতটা সম্ভব কন্যাশিশু ও কিশোরী মায়েদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা মোকাবেলার উদ্যোগ নিতে হবে।

- শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশুর সুরক্ষা

গুয়েতেমালার সিমালটেনানগো শহরে 'লেট গার্লস লিড'-এ অংশগ্রহণকারীরা।
ছবি: জেমস রদ্রিগেজ/গার্লস নট ব্রাইডস

বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন তার জীবদ্দশায় জীবনসঙ্গী বা অন্য কোনো অপরাধীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। মহামারীসহ যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রবণতা বেড়ে যায়। বাস্তুচ্যুত, শরণার্থী এবং সংঘাত প্রবণ এলাকার নারী ও কন্যাশিশুরাই এ সময় বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

কোভিড-১৯ এর বিস্তার ঠেকাতে ঘরে থাকা ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি হলেও এসব পদক্ষেপ নারী ও কন্যাশিশুদের যৌন নির্যাতন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে ইতোমধ্যেই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পরিবারের সদস্য বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা তারা যৌন, শারীরিক, মানসিক ও আবেগীয় যে কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৭ মার্চ ২০২০ এ দেশ লকডাউনে যাওয়ার পর সারা দেশে পারিবারিক সহিংসতার হার ৩০ শতাংশের চেয়ে বেশি বেড়েছে[৮]। এশিয়ার দেশগুলোতেও লকডাউনের কারণে পারিবারিক সহিংসতা বাড়ছে[৯]।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে আনতে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করায় পারিবারিক সহিংসতা থেকে মুক্তির সেবাসমূহ সংকুচিত হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অপরাধীরা তাদের সঙ্গীকে অধিক নিয়ন্ত্রণ ও তার ওপর আরো বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। মহামারী চলাকালীন সময়ে ধর্ষণসহ সকল ধরনের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের মনোসামাজিক পরিচর্যসহ জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক কাঠামো সক্রিয় না থাকায় তাদের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে যেতে পারে। তাদের জন্য নিরাপদ স্থান বা আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাও না থাকতে পারে।

এই ধরনের মহামারী শিশুদের যৌন নির্যাতন এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা পড়ার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। অপরাধীরা এই সংকটকালীন সময়ের সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠছে এবং বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিশুদের প্রতি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সম্ভাবনা যার মধ্যে আছে ত্রাণ সহায়তার বিনিময়ে শিশুদের যৌন নিপীড়ন, শিশুদের ব্যবহার করে যৌন ব্যবসা ও শিশু পাচার, এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যেতে পারে।

একইসঙ্গে শিশু সুরক্ষাসেবা ও তথ্যের সহজলভ্যতা না থাকায় শিশুদের নিপীড়নের শিকার হওয়ার এবং সহিংসতার চক্রে আটকে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা তাদের ওপর দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ শিশু ইন্টারনেটে সময় কাটানোয় অনলাইনে শিশুদের যৌন হয়রানির ঝুঁকির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। পথশিশু ও নিপীড়নপ্রবণ পরিবারের শিশুসহ সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থায় থাকা শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

সুপারিশ

- ঝুঁকিতে থাকা কন্যাশিশুদের চিহ্নিত ও তাদের সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর বিষয়ে ভাবতে হবে। যেখানে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে সেখানে সরকার ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশুদের সুরক্ষার বিকল্প উপায় বের করতে হবে।

- বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারীসহ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা কিশোরীদের জন্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সেবা ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

- যে সব জায়গায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেখানে রেডিও এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে দূর শিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কন্যাশিশুদের জন্য ক্ষমতায়ন ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক কর্মসূচি পরিকল্পনা করতে হবে।

- যেখানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে অনলাইনে হয়রানি, উত্যক্ত এবং অন্যান্য ধরনের সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে (আইআরসি আর্টিকেল দেখুন)।

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব চলাকালীন জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের মনোসামাজিক পরিচর্যা সেবা দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল ও টেলিফোন নির্ভর হটলাইন চালু করতে হবে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ের ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা এবং ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশুদের শনাক্ত করতে মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার সহায়ক হতে পারে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এরই মধ্যে জাতীয়, কমিউনিটি ও পারিবারিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক খাতের সীমিত সঞ্চয়ের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন ইত্যাদি সেবাসমূহ সীমিত হয়ে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নারীরা।

অন্যান্য সময়ের জরুরি পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দরিদ্র পরিবারগুলোর যখন উপার্জনের কোন রাস্তা থাকে না তখন অর্থনৈতিক সংকট কমানোর কৌশল হিসেবে এবং পরিবারে খাওয়ার লোক কমানোর জন্য মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে মেয়েদের বিনিময় মূল্য হিসেবে টাকাও পাওয়া যায়, যা ওই পরিবারের জন্য বাড়তি আয়। অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় টিকে থাকার অন্যান্য নেতিবাচক অভিযোজন কৌশলের মধ্যে আরও রয়েছে শিশু শ্রম ও শিশুদের দিয়ে যৌন ব্যবসা করানোর মতো ঘটনাও।

[৮] ইউরোনিউজ, *ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কেইসেস জাম্প ৩০% ডিউরিং লকডাউন ইন ফ্রান্স*, ২০২০।

[৯] ওয়েন, এল., "*করোনাভাইরাস: ফাইভ ওয়েজ ভাইরাস আপহিভাল ইজ হিটিং উইমেন ইন এশিয়া*," ২০২০, বিবিসি নিউজ

সুপারিশ

- জাতীয় পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে অর্থনৈতিক সংকটে টিকে থাকার কৌশল হিসেবে কিশোরীদের বিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি কমাতে ন্যূনতম উপার্জন নিশ্চিত করা বা আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন কৌশলে নারী ও কিশোরীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং নারীর বেতনহীন সেবামূলক কাজসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।
- প্রান্তিক নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে।

রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারে প্রভাব

উপরে উল্লেখিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় সরকারসমূহের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রভাবে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রকর্তৃক সহিংসতা, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাজ করার সুযোগ এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং সেই সাথে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার মতো পদক্ষেপসমূহের কারণে সামাজিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে - এর মধ্যে বিয়ে ও জন্ম নিবন্ধনের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত - যার ফলে বাল্যবিয়ের ঘটনাগুলো চাপা পড়ে যেতে পারে এবং সম্প্রতি সংঘটিত বাল্যবিয়ে সমূহের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমও ব্যাহত হতে পারে।

সুপারিশ

- কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে লকডাউন ও কোয়ারেন্টাইনের মতো যেসব জনস্বাস্থ্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো যেন মানবাধিকারের মানদণ্ড এবং ঝুঁকির মাত্রা বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক দূরত্বসহ অন্যান্য বিধি-নিষেধাবলী যেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কমিউনিটি পর্যায়ের সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বা সরকারের জবাবদিহিতার মাত্রাও যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।
- লকডাউনের সময় মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধে নারী অধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আরও তথ্যসূত্র

কোভিড-১৯ এবং শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ে নিয়ে যারা আরও জানতে চান তাদের জন্য উপরে উলেখিত তথ্যসূত্রগুলোর পাশাপাশি নিচের তথ্যসূত্রগুলোও কাজে দেবে।

- কেয়ার, *জেন্ডার ইমপ্লিকেশনস অব কোভিড-১৯ আউটব্রেকস ইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস*, ২০২০।
- এন্ড ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন কোয়ালিশন, *প্রটেকটিং চিলড্রেন ডিউরিং দ্য কোভিড-১৯ আউটব্রেক*, ২০২০।
- ফ্রেজার, ই., *ইমপ্যাক্ট অব কোভিড-১৯ পেন্ডামিক অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস*, ২০২০, ভিএডব্লিউজিএইচ হেল্পডেস্ক রিসার্চ রিপোর্ট, নং. ২৮৪।
- জিবিভি এওআর অ্যান্ড জেন্ডার ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন, *দ্য কোভিড-১৯ আউটব্রেক অ্যান্ড জেন্ডার: কি অ্যাডভোকেসি পয়েন্টস ফ্রম এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক*।
- জিবিভি রেসপন্ডার্স নেটওয়ার্ক, *গাইডলাইনস ফর মোবাইল অ্যান্ড রিমোট জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স (জিবিভি) সার্ভিস ডেলিভারি*, ২০২০।
- আইসিআরসি, *কোভিড-১৯: ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামিং ডিউরিং দ্য টাইম অব করোনাভাইরাস*, ২০২০।
- আইপিপিএফ, *কোভিড-১৯: আ মেসেজ ফ্রম আইপিপিএফ'এস ডিরেক্টর জেনারেল*, ২০২০।
- মেনেনদেজ, সি. ইটি এ১. '*ইবোলা ক্রাইসিস দি আনইকুয়াল ইমপ্যাক্ট অন উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন'স হেলথ*,' দ্য ল্যানসেট, ভলিউম ৩, পি. ১৩০।
- রিডি ই., "*হাউ দ্য করোনাভাইরাস আউটব্রেক কুড হিট রিফিউজিস অ্যান্ড মাইগ্রান্টস*," ২০২০, দ্য নিউ হিউম্যানিটেরিয়ান।
- দি অ্যালায়েন্স ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন, *টেকনিক্যাল নোট: প্রটেকশন অব চিলড্রেন ডিউরিং দ্য করোনাভাইরাস পেন্ডামিক, ভি১, ২০১৯*।
- ইউনেস্কো, *কোভিড-১৯ স্কুল ক্লোজারস অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড উইল হিট গার্লস হার্ডেস্ট*, ২০২০।
- ইউএনএফপিএ, *কোভিড-১৯: আ জেন্ডার লেন্স, প্রটেকটিং সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস, অ্যান্ড প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি*, ২০২০।
- ইউনিসেফ, *ব্রিফিং নোট: স্ট্র্যাটেজি ফর ইনটিগ্রেটিং আ জেন্ডারড রেসপনস ইন হাইতি'স কলেরা এপিডেমিক*, ২০১০।
- ওয়েনহাম, সি., স্মিথ, জে. অ্যান্ড মর্গান, আর., '*কোভিড-১৯: দ্য জেন্ডারড ইমপ্যাক্টস অব দি আউটব্রেক*, ২০২০, দ্য ল্যানসেট, ভলিউম ৩৯৫, ইস্যু ১০২২৭, পিপি. ৮৪৬-৮৪৮।
- ইয়াকার, আর. অ্যান্ড এরসকাইন, ডি., '*রিসার্চ কোয়ারি: জিবিভি কেইস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোভিড-১৯ পেন্ডামিক*, জিবিভি এওআর হেল্পডেস্ক, ২০২০।

GIRLS NOT BRIDES BANGLADESH
The Bangladeshi Partnership to End Child Marriage

এই পরামর্শপত্রটি বাংলায় অনুবাদ করেছে ইউনিসেফ এবং গার্লস নট ব্রাইডস বাংলাদেশ